গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য-২ শাখা

প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ আহরণ বন্ধের তারিখ নির্ধারণ এবং "মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান-২০২৫" বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্তকরণের নিমিত্ত "ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত জাতীয় টাস্কফোর্স কমিটি"র সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : ফরিদা আখতার
মাননীয় উপদেষ্টা
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

সভার তারিখ : ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রি.
সময় : সকাল ১১:০০ টা
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
উপস্থিতি : "পরিশিষ্ট-ক" দ্রষ্টব্য

সভায় উপস্থিত এবং অনলাইনে যুক্ত সম্মানিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সভাপতির সম্মতিক্রমে, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের সভার প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বলেন, ইলিশের প্রজননকে নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ করার স্বার্থে প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান-২০২৫ পরিচালনা করা হবে। তিনি বলেন, এ লক্ষ্যে (ক) মা ইলিশের প্রজনন মৌসুমে ইলিশ আহরণ বন্ধের সময় নির্ধারণ; (খ) ইলিশের বিচরণ গতিপথ অনুযায়ী মা ইলিশ সংরক্ষণ কার্যক্রমের এলাকা নির্ধারণ ও সমন্বিত অভিযান পরিচালনা; (গ) প্রচার প্রচারণা, সচেতনতামূলক কার্যক্রম ও আইন বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন; এবং (ঘ) মানবিক সহায়তা কর্মসূচীর আওতায় জেলে পরিবারকে ভিজিএফ (চাল) বিতরণের বিষয়ে অংশীজনের পর্যালোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রয়োজন। অতঃপর সভাপতি সূচনা বক্তব্যে বলেন, Protection and Conservation of Fish Rules, 1985 এবং সামুদ্রিক মৎস্য আইন, ২০২০ অনুযায়ী গবেষক এবং অংশীজনের সাথে পরামর্শক্রমে প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ আহরণ বন্ধের ২২ দিন সময়কাল নির্ধারণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তাছাড়া, মা ইলিশ সংরক্ষণকে সফল করতে হলে অভিযান পরিচালনা, ভিজিএফ (চাল) বিতরণসহ এ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বিত ও আন্তরিক অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। সে লক্ষ্যেই, এ বিষয়ে অংশীজনের মতামত/পরামর্শ গ্রহণের জন্য আজকের সভা আহবান করা হয়েছে। সভাপতি আলোচ্য সূচী অনুযায়ী সভার কার্যক্রম শুরু করার জন্য অনুরোধ করেন।

০২। **আলোচ্য বিষয়-(ক) মা ইলিশের প্রজনন মৌসুমে ইলিশ আহরণ বন্ধের সময় নির্ধারণ:** উপসচিব (মৎস্য-২) জনাব ছাইদা আক্তার পরাগ সভাকে অবহিত করেন যে, মা ইলিশ সংরক্ষণে ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধকাল নির্ধারণের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই), সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম, মৎস্য অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম বিভাগ, মৎস্য অধিদপ্তর, বরিশাল বিভাগ, প্রকল্প পরিচালক, ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প এবং ওয়ার্ল্ডফিশ বাংলাদেশ হতে এ বিষয়ে কয়েকটি প্রস্তাব পাওয়া গিয়েছে, যথা: (ক) ০৩ হতে ২৪ অক্টোবর; (খ) ০৪ হতে ২৫ অক্টোবর; (গ) ০৫ হতে ২৬ অক্টোবর; (ঘ) ১৭ অক্টোবর হতে ০৭ নভেম্বর, ২০২৫। সভাপতির অনুরোধে প্রস্তাবকারী প্রতিষ্ঠান স্ব স্ব প্রস্তাবের স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেন। মহাপরিচালক (সাময়িক দায়িত্ব), বিএফআরআই বলেন, গবেষণার ভিত্তিতে চন্দ্র মাসের পূর্ণিমা ও অমাবস্যাকে বিবেচনা করে ০৪ হতে ২৫ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত সময়কালকে ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধকাল ঘোষণার প্রস্তাব করা হয়েছে। যদিও বিভাগীয় পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বরিশাল সামুদ্রিক ইলিশে ডিমের উপস্থিতির ভিত্তিতে ১৭ অক্টোবর হতে ০৭ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত নিষিদ্ধকাল ঘোষণার প্রস্তাব করেন, তবে সভায় তিনি বলেন, বাস্তবতার নিরিখে ০৪ হতে ২৫ অক্টোবর, ২০২৫ পর্যন্ত এই ২২ দিনকে নিষিদ্ধকাল হিসেবে ঘোষণা করা যেতে পারে। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি এবং বাংলাদেশ জাতীয় মৎস্য সমবায় সমিতির প্রতিনিধিদ্বয়ও ০৪ হতে ২৫ অক্টোবর, ২০২৫ পর্যন্ত এই ২২ দিনকে নিষিদ্ধকাল হিসেবে ঘোষণার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। তবে, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নোয়াখালী এবং জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পটুয়াখালী বাজার যাচাইয়ের ভিত্তিতে ১৭ অক্টোবর হতে ০৭ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধকাল

হিসেবে ঘোষণার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন। সভার অন্যান্য সদস্যবৃন্দ গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে ইলিশ আহরণের নিষিদ্ধকাল নির্ধারণের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে সভাপতি বলেন, ২২ দিনের নিষিদ্ধকাল ঘোষণার মূল উদ্দেশ্য হলো মা ইলিশকে রক্ষা করা এবং ডিম ছাড়ার সুযোগ প্রদান। উপযুক্ত সময় পর্যন্ত তাদের সুরক্ষা করা না গেলে মা ইলিশ ডিম ছাড়তে পারবে না এবং ভবিষ্যতে ইলিশের প্রাপ্যতা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাবে। পরিশেষে, সভায় উপস্থিত অধিকাংশ সদস্যবৃন্দ ১৯ আশ্বিন হতে ০৯ কার্তিক, ১৪৩২ (০৪ অক্টোবর হতে ২৫ অক্টোবর, ২০২৫) পর্যন্ত ইলিশ আহরণের নিষিদ্ধকাল ঘোষণার পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

০৩। **আলোচ্য বিষয়-(খ) ইলিশের বিচরণ গতিপথ অনুযায়ী মা ইলিশ সংরক্ষণ কার্যক্রমের এলাকা নির্ধারণ ও সমন্বিত অভিযান পরিচালনা:** দেশের ৩৮টি জেলায় অবস্থিত নদীপথ ইলিশের বিচরণ ক্ষেত্র হলেও সমগ্র দেশের বাজার বা আড়তে ইলিশ ক্রয়, বিক্রয়, মজুদ ও পরিবহন হতে পারে। তাই ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধকালে সমগ্র দেশেই অভিযান পরিচালনার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। তাছাড়া, ইলিশের সমগ্র গতিপথের মধ্যে কোনো কোনো জেলার বিশেষ বিশেষ স্থান ডিম ছাড়ার জন্য উপযুক্ত তবে অভিযান পরিচালনার জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। সেই সকল স্থানকে চিহ্নিত করে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক মর্মে সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ মত প্রকাশ করেন। এ পর্যায়ে, সভায় উপস্থিত নৌ বাহিনী, নৌ পুলিশ, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, বিমান বাহিনী, র‍্যাব, বিজিবি এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রতিনিধিসহ জেলা প্রশাসকগণ মা ইলিশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরেন। এ বিষয়ে সভাপতি বলেন, সকল জেলায় ইলিশ সংরক্ষণের চ্যালেঞ্জ একরূপ নয়। কোন কোন জেলায় নিবিড়ভাবে অভিযান পরিচালনার প্রয়োজন হয়, যা অন্য জেলাগুলোতে নাও প্রয়োজন হতে পারে। উপরন্তু, কখনো কখনো রাতেও অভিযান পরিচালনা করতে হয়। মা ইলিশ সংরক্ষণের অভিযান পরিচালনার একটি পূর্ণাঙ্গ ম্যাপিং করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, এ ধরনের ম্যাপিং করা হলে সময় ও ব্যয় উভয়ের সাশ্রয় হবে এবং অভিযানের সফলতার মাত্রাও বৃদ্ধি পাবে। তিনি, নৌ বাহিনী, নৌ পুলিশ, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, বিমান বাহিনী, র‍্যাব, বিজিবি, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, জেলা প্রশাসক, মৎস্য অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সামর্থ্যকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে কাজে লাগিয়ে অভিযান সফল করার আহবান জানান।

০৪। **আলোচ্য বিষয়-(গ) প্রচার প্রচারণা, সচেতনতামূলক কার্যক্রম ও আইন বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন:** বিগত বছরের ন্যায় (ক) জেলা ও উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ মাছ ঘাট, আড়ৎ, বাজারসমূহে মাইকিং; (খ) জেলেপল্লী, মাছ ঘাট, বাজার, আড়ৎ, ল্যান্ডিং সেন্টারে পোস্টার ও লিফলেট বিতরণ; (গ) জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সভা সমাবেশের আয়োজন; (ঘ) জাতীয় ও স্থানীয় সংবাদপত্রে গণবিজ্ঞপ্তি ও বিজ্ঞাপন প্রকাশ; (ঙ) প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে প্রচার ও প্রচারণা; (চ) বাংলাদেশ রেলওয়ে, ট্রলার মালিক সমিতি, লঞ্চ মালিক সমিতি, ট্রাক ও বাস মালিক সমিতি এবং মৎস্যজীবী সমিতিকে এতদসংক্রান্ত বিধি-বিধান অবহিতকরণ ইত্যাদি প্রচারণামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিষয়ে সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ একমত পোষণ করেন। একইসাথে, আসন্ন দূর্গাপূজাসহ অন্যান্য সরকারি ছুটির কারণে নিষিদ্ধকাল শুরুর পূর্বে প্রস্তুতিকাল সংক্ষিপ্ত (মাত্র ০৫ কর্মদিবস) হওয়ায় এতদসংক্রান্ত সকল কার্যক্রম অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করার বিষয়ে সদস্যবৃন্দ একমত পোষণ করেন।

০৫। **আলোচ্য বিষয়-(ঘ) মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় জেলে পরিবারকে ভিজিএফ (চাল) বিতরণ:** বাংলাদেশ ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী সমিতির প্রতিনিধি বলেন, মা ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধকালীন ভিজিএফ কর্মসূচিতে বর্তমানে নিবন্ধিত জেলে পরিবার প্রতি ২৫ কেজি হারে ভিজিএফ চাল বিতরণ করা হয়। তবে, খাদ্য অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত প্রতি বস্তায় চালের পরিমাণ ৩০ কেজি। তাই পরিবার প্রতি ২৫ কেজির স্থলে ৩০ কেজি চাল বিতরণ করা হলে বস্তাগুলো খোলার প্রয়োজন হবে না। এর ফলে চালের পরিমাণের বিষয়ে মৎস্যজীবীদের মধ্যে প্রশ্নের উদ্রেক হওয়ার সুযোগ থাকবে না। জেলা প্রশাসক, চাঁদপুর বলেন, মা ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধকাল ঘোষণার সাথে সাথেই জেলে পরিবারকে ভিজিএফ (চাল) বিতরণ করা গেলে এর দ্বারা তারা প্রকৃতপক্ষে উপকৃত হবেন। তবে, বাস্তবে ভিজিএফ (চাল) এর বরাদ্দ যথাসময়ে পাওয়া যায় না বিধায় তিনি বরাদ্দ প্রদানকে ত্বরান্বিত করার অনুরোধ জানান। নিবন্ধিত জেলের বিদ্যামন তালিকায় অনেক অ-মৎস্যজীবীকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে সভায় উপস্থিত মৎস্যজীবী সমিতির প্রতিনিধিগণ অভিযোগ করেন। তারা বলেন, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন টাস্কফোর্স কমিটির সদস্য হিসেবে ০৩টি জেলে/মৎস্যজীবী সমিতির ০৩ জন প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে, সমিতির প্রতিনিধি মনোনয়নের এখতিয়ার জেলা মৎস্য কর্মকর্তা/সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাকে প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে, জেলে/মৎস্যজীবী সমিতির প্রতিনিধি মনোনয়নের এখতিয়ার সংশ্লিষ্ট সমিতিকে দেওয়া হলে উপযুক্ত প্রতিনিধি মনোনয়ন সম্ভব হবে। এ বিষয়ে সভাপতি বলেন, এটা

সত্য যে, ভিজিএফ প্রাপ্য এমন মৎস্যজীবীর তালিকায় কিছু অ-মৎস্যজীবীকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতদসংক্রান্ত টাস্কফোর্স কমিটিসমূহের গঠন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রয়োজনে এর সংশোধন করা দরকার, যাতে করে কমিটিতে জেলে/মৎস্যজীবী সমিতির সঠিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা যায়।

০৬। **আলোচ্য বিষয়-বিবিধ**: সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ মা ইলিশ সংরক্ষণের স্বার্থে ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধকালে কতিপয় বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার মর্মে মত প্রকাশ করেন, যথা: (ক) নিয়মিত অভিযানের পাশাপাশি রাতে অভিযান পরিচালনা জোরদারকরণ; (খ) দেশের জলসীমায় বহির্দেশীয় মাছ ধরা ট্রলারের অনুপ্রবেশ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ; (গ) স্থলপথে অবৈধভাবে ইলিশ পাচার রোধে বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ; (ঘ) ইলিশ মাছ আহরণ নিষিদ্ধকালে সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলায় বরফকল বন্ধ রাখা নিশ্চিতকরণ; (ঙ) অভিযান চলাকালীন জেলা/উপজেলায় নদীতে ড্রেজিং ও বালু উত্তোলন বন্ধ রাখা; (চ) দুই জেলার নদীর মোহনায় প্রয়োজনে উভয় জেলার টিম সমন্বয়ে অভিযান পরিচালনা; (ছ) ইলিশ মাছ আহরণ নিষিদ্ধকালে মৎস্যজীবীদের নিকট হতে ক্ষুদ্র ঋণের কিস্তি আদায় স্থগিত রাখা; (জ) মাছ ঘাট, মৎস্য আড়ৎ, হাট-বাজার, চেইনশপে অভিযান পরিচালনার পাশাপাশি ভোক্তা পর্যায়ে নিষিদ্ধকালে মা ইলিশ ক্রয় না করার বিষয়ে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ; (ঝ) প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় জনসচেতনতামূলক তথ্য প্রচার; (ঞ) ইলিশের গতিপথের নদ-নদীর পানিদূষণ রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ; এবং (চ) মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান-২০২৫ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রমের নিবিড় ও কার্যকর মনিটরিং নিশ্চিতকরণ।

০৭। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের বলেন, ইলিশ মাছ আমাদের জাতীয় সম্পদ। তাই প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ সংরক্ষণের দায়িত্ব আমাদের সবার। এ লক্ষ্যে মৎস্যজীবী, ভোক্তা, সরকারি দপ্তর ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে স্ব স্ব দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে হবে। তিনি আরো বলেন, কেবল পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয় এই অভিযানকে সফল করে তুলতে পারে। তিনি সকলকে এ সংক্রান্ত যে কোনো প্রয়োজনে এবং যে কোনো সময়ে তাঁর অথবা মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করার অনুরোধে জানান।

০৮। সভাপতি 'ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত জাতীয় টাস্কফোর্স কমিটি'র সদস্যবৃন্দকে সভায় সক্রিয় অংশগ্রহণ ও মতামত/সুপারিশ/পরামর্শ প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, এই অংশগ্রহণ প্রমাণ করে সকলেই মা ইলিশ রক্ষায় অত্যন্ত আন্তরিক। হয়তো এই মুহূর্তে সকল সুপারিশ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না, তবে, ভবিষ্যতে তা বাস্তবায়ন করা হবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) এর এক গবেষণায় দেখা গেছে, গত বছর প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযানের পর ইলিশের সরবরাহ প্রায় ৫০% বৃদ্ধির পেয়েছে। একইভাবে, ১৪৩২ বঙ্গাব্দের মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযানও সকলের আন্তরিক ও সমন্বিত প্রচেষ্টায় সফল হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

০৯। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা
০১.	প্রজনন মৌসুমে ইলিশ আহরণ বন্ধের সময় নির্ধারণ	ক) "মা-ইলিশ সংরক্ষণ কার্যক্রম-২০২৫" আগামী ১৯ আশ্বিন হতে ০৯ কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ (০৪ অক্টোবর হতে ২৫ অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ) মোট ২২ (বাইশ) দিন মেয়াদে বাস্তবায়িত হবে; খ) এ সময় সারাদেশে ইলিশ আহরণ, পরিবহন, মজুদ, ক্রয়-বিক্রয়, প্রক্রিয়াজতকরণ, বাজারজাতকরণ ও বিনিময় নিষিদ্ধ থাকবে; গ) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এ সংক্রান্ত গেজেট জারি করবে।	১) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়; ২) মৎস্য অধিদপ্তর
০২.	ইলিশ সংরক্ষণ কার্যক্রমের এলাকা নির্ধারণ	ক) মোট ৩৮টি জেলায় "মা-ইলিশ সংরক্ষণ কার্যক্রম-২০২৫" বাস্তবায়ন করা হবে। তন্মধ্যে, ২০টি জেলার	১) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়;

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা
		(চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী, ফেনী, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, বাগেরহাট, শরীয়তপুর, ঢাকা, মাদারীপুর, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, মুন্সীগঞ্জ) নদ নদী, মোহনা ও সাগরে ইলিশসহ সকল প্রকার মৎস্য আহরণ বন্ধ থাকবে; খ) এই ২০ (বিশ) টি জেলার বরফকলও নিষিদ্ধকালীন সময়ে বন্ধ থাকবে; গ) অবশিষ্ট ১৮টি জেলায় (খুলনা, কুষ্টিয়া, নড়াইল, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, মানিকগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, টাঙ্গাইল, গোপালগঞ্জ, জামালপুর রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, পাবনা, বগুড়া, কুড়িগ্রাম এবং গাইবান্ধা) নদ নদীতে শুধু ইলিশ মাছ আহরণ বন্ধ থাকবে।	২) মৎস্য অধিদপ্তর; ৩) জেলা ও উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটি ; ৪) অভিযানের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর ও সংস্থা
০৩	মা ইলিশ সংরক্ষণে মোবাইল কোর্ট এবং সমন্বিত টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনা	ক) ইলিশের গতিপথের ৩৮টি জেলায় নৌ বাহিনী, নৌ পুলিশ, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, বিমান বাহিনী, র‍্যাব, বিজিবি, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, মৎস্য অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বয়ে নিয়মিত অভিযান ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে; খ) ইলিশের সমগ্র গতিপথের মধ্যে যে যে জেলার বিশেষ বিশেষ স্থান অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ সেই সকল স্থানকে চিহ্নিত করতে হবে; গ) ঝুঁকিপূর্ণ চিহ্নিত স্থানে নিয়মিত অভিযান পরিচালনার পাশাপাশি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করতে হবে। সে লক্ষ্যে, সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার সাথে পরামর্শক্রমে মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান পরিচালনার একটি পূর্ণাঙ্গ ম্যাপিং করতে হবে; ঘ) ঝুঁকিপূর্ণ স্থানসমূহে বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী, কোস্ট গার্ড ও নৌ-পুলিশ কর্তৃক অস্থায়ী ক্যাম্প স্থাপনপূর্বক অভিযান পরিচালনা করতে হবে; ঙ) ঝুঁকিপূর্ণ চিহ্নিত স্থানে/নদীতে দ্রুত প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা পদায়ন এবং লজেস্টিক (স্পীড বোট, জ্বালানী, বাজেট বরাদ্দ ইত্যাদি) সরবরাহ করতে হবে; চ) প্রয়োজনে রাতে অভিযান পরিচালনার সময় বিমান বাহিনীর ড্রোন/লাইট সান প্রযুক্তির সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে; ছ) ইলিশের গতিপথের পাশাপাশি সমগ্র দেশের বাজার বা আড়তে ইলিশের ক্রয়, বিক্রয়, মজুদ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও পরিবহন যাতে না হতে পারে সে	১) জেলা ও উপজেলা প্রশাসন; ২) জেলা ও উপজেলা মৎস্য দপ্তর; ৩) বাংলদেশ কোস্টগার্ড; ৪) বাংলাদেশ নৌ বাহিনী; ৫) বাংলাদেশ নৌপুলিশ ৬) জেলা ও উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটি

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা
		কারণে ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধকালে সকল জেলায় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে; জ) ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত জেলা ও উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটির নিয়মিত সভা আহ্বান করে মা ইলিশ রক্ষা কার্যক্রমের সমন্বয় করতে হবে; ঝ) নদীর মোহনায় প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট জেলাগুলোর টিম সমন্বিতভাবে অভিযান পরিচালনা করবে।	
০৪.	প্রচার প্রচারণা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা	ক) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে উপকূলীয় অঞ্চলের ইলিশের প্রজনন ক্ষেত্রের পাশাপাশি দেশব্যাপী ইলিশ আহরণ, পরিবহন, বিপণন, ক্রয়-বিক্রয় ও মজুদ নিষিদ্ধকরণের বিষয়ে সকল প্রকার প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে ব্যাপক প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; খ) ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় স্ক্রল আকারে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; গ) প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচারণার ক্ষেত্রে বহুল প্রচারিত পত্রিকাসহ মাঠ পর্যায়ের স্থানীয় পত্রিকায় সচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; ঘ) প্রচারণার জন্য ব্যবহৃত পোস্টার, লিফলেট ও অন্যান্য মুদ্রণ সামগ্রীতে নিষিদ্ধ সময়কাল, অপরাধসমূহ এবং সাজা এর বিষয়সমূহ বড় ফন্টে এবং সহজে দৃশ্যমান হয় এমন রং ব্যবহার করতে হবে; ঙ) জেলা ও উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ মাছঘাট, আড়ৎ, বাজারসমূহে মাইকিং করতে হবে; চ) জেলেপল্লী, মাছঘাট, বাজার, আড়ৎ, ল্যান্ডিং সেন্টারে পোস্টার ও লিফলেট বিতরণ করতে হবে; ছ) জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সভা সমাবেশের আয়োজন করতে হবে; জ) বাংলাদেশ রেলওয়ে, ট্রলার মালিক সমিতি, লঞ্চ মালিক সমিতি, ট্রাক ও বাস মালিক সমিতি এবং মৎস্যজীবী সমিতিকে স্ব স্ব সমিতির সদস্যগণকে এতদসংক্রান্ত বিধি-বিধান অবহিতকরণ ও সচেতনকরণের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	১) মৎস্য অধিদপ্তর; ২) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর; ৩) সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা প্রশাসন; ৪) বাংলাদেশ রেলওয়ে; ৫) ট্রলার মালিক সমিতি/ লঞ্চ মালিক সমিতি/ ট্রাক মালিক সমিতি/ বাস মালিক সমিতি এবং মৎস্যজীবী সমিতি
০৫.	মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় জেলে পরিবারকে ভিজিএফ (চাল) বিতরণ	ক) মা ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধকালে মোট ২২ (বাইশ) দিনের জন্য নিবন্ধিত জেলে পরিবার প্রতি এককালীন ২৫ কেজির পরিবর্তে ৩০ কেজি ভিজিএফ (চাল) বিতরণের সম্ভাব্যতা যাচাই করে এ বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;	মৎস্য অধিদপ্তর

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা
		খ) জেলা ও উপজেলাভিত্তিক ভিজিএফ (চাল) এর বিভাজন বাস্তব প্রয়োজনের নিরিখে করতে হবে; গ) ভিজিএফ (চাল) বরাদ্দ সংক্রান্ত অফিস আদেশ জারি, উপজেলাভিত্তিক বিভাজন, সরকারি গুদাম হতে চাল সংগ্রহ এবং জেলে পরিবারকে বিতরণ ইত্যাদি প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে হবে যাতে মাছ আহরণ নিষিদ্ধকালে জেলে ও তাদের পরিবার সরকারের এই কর্মসূচি দ্বারা প্রকৃত অর্থেই উপকৃত হতে পারেন; ঘ) ভিজিএফ (চাল) প্রাপ্য মৎস্যজীবীদের তালিকায় কোনক্রমেই অ-মৎস্যজীবী অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না। এ বিষয়ে এতদসংক্রান্ত যাচাই-বাছাই কমিটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে; ঙ) ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত জেলা, উপজেলা ও টাস্কফোর্স কমিটির গঠন প্রক্রিয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে এর প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে;	
০৬.	বহির্দেশীয় মাছ ধরা ট্রলারের অনুপ্রবেশ নিয়ন্ত্রণ	বহির্দেশীয় মাছ ধরার নৌকা ও ফিশিং বোট যেন বাংলাদেশের জলসীমায় প্রবেশ করতে না পারে সে ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্কতা এবং কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করা হলো।	১) বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী; ২) বাংলদেশ কোস্টগার্ড
০৭.	স্থলপথে অবৈধভাবে ইলিশ পাচার রোধ	স্থলপথে অবৈধভাবে ইলিশ পাচার রোধে বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করা হলো।	১) বিজিবি; ২) জেলা ও উপজেলা প্রশাসন (সীমান্তবর্তী জেলাসমূহ); ৩) জেলা ও উপজেলা পুলিশ প্রশাসন (সীমান্তবর্তী জেলাসমূহ); ৪) জেলা ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (সীমান্তবর্তী জেলাসমূহ);
০৮.	হাইওয়েতে মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান পরিচালনা	মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান চলাকালীন সড়কপথে হাইওয়ে পুলিশ ইউনিট ও টহল টিম ইলিশ পরিবহন বন্ধে সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করবে।	বাংলাদেশ পুলিশ/হাইওয়ে পুলিশ
০৯.	মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযানকালে নৌ বাহিনীর অস্থায়ী ক্যাম্পে বিদ্যুৎ ও খাবার পানির ব্যবস্থাকরণ	অভিযান চলাকালে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসকগণ বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর অস্থায়ী ক্যাম্পের জন্য নিয়োজিত জাহাজসমূহের বার্থিং এ প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ ও খাবার পানির ব্যবস্থা করবে।	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণ
১০.	ইলিশ মাছ আহরণ নিষিদ্ধকালে মৎস্যজীবীদের নিকট হতে ক্ষুদ্র কিস্তি আদায় স্থগিত রাখা	ইলিশ মাছ আহরণ নিষিদ্ধকালে সংশ্লিষ্ট জেলার মৎস্যজীবীদেরকে ক্ষুদ্র ঋণের কিস্তি প্রদানের বাধ্যবাধকতা হতে সাময়িক অব্যাহতি প্রদানের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগকে অনুরোধ জানাতে হবে।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা
১১.	জেলা পুলিশ ও আনসার মোতায়ন	ইলিশ সংরক্ষণ অভিযানভুক্ত যে সকল জেলায় নৌ পুলিশ অথবা বাংলাদেশে কোস্টগার্ডের সদস্য মোতায়ন করা নেই, সে সকল জেলায় ইলিশ সংরক্ষণ অভিযানে জেলা পুলিশ ও আনসার মোতায়নের জন্য অনুরোধ জানাতে হবে।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
১২.	অভিযান পরিচালনার জন্য স্পীড বোট প্রদান/ভাড়া করা	ইলিশ সংরক্ষণ অভিযানের আওতাভুক্ত জেলায় স্পীড বোটের ব্যবস্থা থাকতে হবে। এ বিষয়ে এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে মৎস্য অধিদপ্তর অভিযান শুরুর পূর্বেই সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা এবং প্রকল্প পরিচালক, ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প এর সাথে সমন্বয় করে একটি সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে। একক সিদ্ধান্তে প্রদত্ত স্পীড বোট প্রত্যাহার করা যাবে না।	মৎস্য অধিদপ্তর
১৩.	প্রজনন মৌসুমে নদীতে ড্রেজিং ও বালু উত্তোলন বন্ধ রাখা	(ক) অভিযান চলাকালীন ২২ দিন যাতে নদীতে কোন ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনা না করা হয় সে বিষয়ে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানাতে হবে । (খ) ড্রেজিংসহ নদী হতে বালু উত্তোলন বন্ধে জেলা প্রশাসকগণ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।	১) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়; ২) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়; ৩) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়; ৪) বিআইডব্লিউটিএ; ৫) সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক
১৪.	ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধকালে (মোট ২২ দিন) মাছ ধরার ট্রলারগুলোর ঘাটে অবস্থান নিশ্চিতকরণ	মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান শুরু থেকে নিষিদ্ধকাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত যাতে ট্রলারগুলো ঘাটেই অবস্থান করে তা নিশ্চিত করতে হবে।	১) সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন; ২) বাংলাদেশ নৌ পুলিশ; ৩) বাংলাদেশ কোস্টগার্ড; ৪) সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা
১৫.	মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযানে সেনাবাহিনীর সদস্যগণ কর্তৃক সিভিল প্রশাসনকে সহায়তায় প্রদান	মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান চলাকালে দেশে মোতায়নরত সেনাবাহিনীর সদস্যগণকে যাতে সিভিল প্রশাসনকে সহায়তা করেন সেরূপ নির্দেশনা প্রদানের জন্য সশস্ত্র বাহিনী বিভাগকে অনুরোধে জানাতে হবে।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
১৬.	ইলিশের গতিপথের সকল নদ-নদীর পানি দূষণ রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ	এ সংক্রান্ত "শীতলক্ষ্যাসহ অন্যান্য নদীর উভয় পার্শ্বে অবস্থিত কলকারখানা নিঃসৃত রাসায়নিক ও অন্যান্য বর্জ্য দ্বারা নদীর পানি দূষণ রোধে করণীয় নির্ধারণ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির নির্বাহী কমিটি" দ্রুত একটি সভা করে পরবর্তী করণীয় বিষয়ে সুপারিশ করবে।	এতদসংক্রান্ত জাতীয় কমিটির নির্বাহী কমিটি
১৭.	ইলিশ সংরক্ষণ কার্যক্রম মনিটরিং	ক) প্রজনন মৌসুমে ইলিশ সংরক্ষণ কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় সেল গঠন করতে হবে; খ) মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম মনিটর করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক মনিটরিং টিম গঠন করতে হবে;	১) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়; ২)মৎস্য অধিদপ্তর

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা
		গ) কেন্দ্রীয়ভাবে তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি ও সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগে ১টি করে কন্ট্রোল রুম খুলতে হবে।	

১০। পরিশেষে, আসন্ন "মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান-২০২৫" এর সফলতা কামনা করে এবং সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

২৪.১১.২৫

ফরিদা আখতার
উপদেষ্টা
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়